পুরানো সেই দিনের কথা - - -

কর্ণফুলীর রাজনৈতিক রঙ্গ

যখন জোট সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিলেন ঠিক তখনি ইসলামী জঙ্গিদের জন্যে আমদানীকৃত কয়েক ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার ও পরিদর্শনে গিয়েছিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বাগদাদের চোর বলে কুখ্যাত লুঃজাঃ বাবর এবং তার সাথে ছিল তখনকার এবং বর্তমান সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন উ আহমেদ। বাবর কখনো কি জানতো তার পাশে দাঁড়ানো মিষ্টভাষী ভদ্রলোকটি (মঈন) একদিন তাকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে? এই কোলাজে তাদের দুজনের তখনকার মনের অবস্থাটিকে কর্ণফুলী বর্তমানে কল্পনার আখরে বাস্তবায়ীত করার প্রয়াস করেছে মাত্র।

মঈন, আপনি সত্যি আমাকে বাঁচিয়েছেন। সেনাবাহিনী দিয়ে জঙ্গিদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের বস্ত্র (ইজ্জত) আপনি রক্ষা করেছেন। আপনি পুনরায় প্রমান করেছেন যে বাংলাদেশে চাতুর্যতা ও বুদ্ধিতে জাপানীদের সত্যি কোন জুড়ি নেই।

এরে বাবইরগা, তুই কত খেইল দেবাইলি। হঁদির হুত হঁদি, হারা জীবন চুরি চামারী গরি চল্লি, আর অনকা তুই অইছস সাধু। আর আঁরে কস (৩৫%-৬৫%)জাপানী। আঁর বাই নোয়াখালী। আইতে খালি যাইতে খালি, তারেই কয় নোয়াখালী। আঁরে তুই কিল্লাই, তোর যুবরাজ তারেক আর রানী খালেদাও ঠিক মতন ছিনে ন। যেদিন তোরে আঁই ঠিক মতন হাইয়ুম, হেইদিন বুঝবি জাপানী কারে কয়। হেইসুম তোরে আঁই দেখাইয়ুম 'অস্ত্র উদ্ধার' আর 'বস্ত্র হরন' কারে কয়। তোর হেইটার গোড়াত ইডের আদলা বান্দি দেখাইয়ুম এই অস্ত্র না ইডের আদলা শক্তিমান।

জোট সরকারের আমলে চোরাপথে ইসলামী জঙ্গিদের জন্যে আমদানীকৃত মরণাস্ত্র উদ্ধারের 'নাটকে' সামরিক বাহিনী প্রধান ম:ইউ আহমেদ ও তৎকালীন চোরাকারবারী এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুঃজাঃ বাবর